



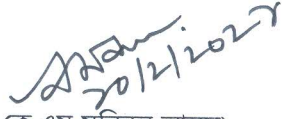
কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি “ফাল্গুন- ১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়” শীর্ষক লিফলেটটি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: ফাল্গুন- ১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয় - ৩ (তিন) পাতা।


(এ কে এম মনিরুল আলম)
পরিচালক
ফোনঃ ৪৮১১৭৩৪০
০২/০২/২০২১

স্মারকনং- ১২.০১.০০০০.০০০.১৩.০৫২.১৩ (৩য় অংশ) / ২০০(১২)

তারিখ: ০২/০২/২০২১খ্রি:।

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

- ১। পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ হটিকালচার উইং /প্রশিক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং / ক্রপস উইং / পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ২। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
- ৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর..... অঞ্চল (১৪টি)।
- ৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর..... (জেলা সকল)।
- ৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
- ৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। (লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
- ৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

ফাল্গুন মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়।

গাছে গাছে নতুন পল্লবে সজ্জিত হয়ে ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে আমাদের মাঝে। শীতের পাতা ঝড়ানোর দিনগুলো পিছনে ফেলে ফাল্গুন মাস প্রকৃতির জীবনে নিয়ে আসে নানা রংয়ের ছোঁয়া। ঘনকুয়াশার চাদর সরিয়ে প্রকৃতিকে নতুনভাবে সাজাতে, বাতাসে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে দিতে ফাল্গুন আসে নতুনভাবে নতুনরূপে। নতুন প্রাণের উদ্যমতা আর অনুপ্রেরণা প্রকৃতির সাথে আমাদের কৃষিকেও দোলা দিয়ে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, ফাল্গুনের শুরুতেই আসুন সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেই বৃহত্তর কৃষি ভূবনে করণীয় দিকগুলো।

বোরো ধান

- * ধানের চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে বা কাইচ খোর আসার ৫-৭ দিন পূর্বে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- * সার দেয়ার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে।
- * বোরো ধানের জমিতে ভিজানো ও শুকানো (AWD) পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করতে হবে।
- * সেচের নালা সংস্কার ও মেরামত করতে হবে।
- * রাতের বেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন থাকে তাই সেচের মেশিন রাত্রে চালু রাখতে হবে।
- * ধানের কাইচ খোড় আসা থেকে শুরু করে ধানের দুখ আসা পর্যন্ত ক্ষেতে ৩/৪ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে।
- * পোকাদমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে (আলোর ফাঁদ পেতে, পোকা ধরার জাল ব্যবহার করে, ক্ষতিকর পোকার ডিমের গাদা নষ্ট করে, উপকারী পোকা সংরক্ষণ করে, ক্ষেতে ডাল-পালা পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করে) ধানক্ষেত বালাই মুক্ত রাখতে হবে।
- * এ সময় ধান ক্ষেতে উফরা, ব্লাস্ট, পাতাপোড়া ও টুংরো রোগ দেখা দেয়।
- * জমিতে উফরা রোগ দেখা দিলে যেকোন কৃমি নাশক যেমন ফুরডান ৫জি বা কিউরেটার ৫ জি প্রয়োগ করতে হবে।
- * ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে এবং একরপ্রতি ১৬০ গ্রাম ট্রপার বা জিল বা নেটিভ ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে দু'বার প্রয়োগ করতে হবে।
- * জমিতে পাতাপোড়া রোগ হলে অতিরিক্ত ৫ কেজি/ বিঘা হারে পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর আবার সেচ দিতে হবে।
- * টুংরো রোগ দমনের জন্য এর বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমন করতে হবে।

আউশ

- * এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে উফশী আউশের বীজতলা তৈরী করতে হবে।
- * আউশ আবাদের জন্য সংরক্ষিত বীজ ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে, প্রয়োজনে একটি রৌদ দেয়ার পর বীজগুলো ঠান্ডা করে বীজপাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

